৩) আলাউদ্দীন খলজির বাজারদর নিয়ন্ত্রণ বা অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল্যায়ন কর। 10

→ আলাউদ্দীন খলজির বিভিন্ন নীতি ও সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয় ছিল বাজার সংস্কার বা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এখন প্রশ্ন আলাউদ্দীন কেন এরকম সিদ্ধান্ত নিলেন? সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী রচিত তারিক-ই-ফিরোজশাহ, ফতোয়া-ই-জাহানদারি, খাজাইন-উল-ফুতুহ গ্রন্থ এ বিষয়ে জানতে বিশেষ সাহায্য করে। সামরিক বিজয় অভিযান, মঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ এবং আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ দমনের জন্য অসংখ্য সৈন্য নিয়োগ করতে হয়। ফেরিস্তা উল্লেখ করেছেন যে এই বিশাল সৈন্য বাহিনির ব্যয়ভার বহন করার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাজারদর স্থিতিশীল রাখার চিন্তাভাবনা করতে থাকেন।

তার্গিবেগের নেতৃত্বে মঙ্গল আক্রমণ আলাউদ্দীনের সামনে সংকটের খাড়া সৃষ্টি করে। মঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বৃহৎ সৈন্যবাহিনি পালনের উদ্দেশ্যে বাজারদর নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করেন। কে.এস.লাল-ও এই মতকে সমর্থন করেন। যদিও সামরিক প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পরও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ছিল কারণ মঙ্গলদের ভয়ে রাজ্য বিজয় নীতি পরিত্যাগ করার ইচ্ছা আলাউদ্দীন খলজির ছিল না। যদিও আমীর খসরু তার খাজাইন-উল-ফুতুহ গ্রন্থে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে বাজারদর নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। সুতরাং, বলা যায় সৈন্য বাহিনির প্রয়োজন ও জনকল্যাণের তাগিদে প্রয়োজনের সঙ্গে উৎপাদন মূল্যের কথা মাথায় রেখে বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করেন।

আলাউদ্দীন দিল্লিতে চার ধরণের বাজার স্থাপন করেছিলেন। প্রথমটি কেন্দ্রীয় বাজার বা মান্ডি, এখানে খাদ্যশস্য পাওয়া যেত। দ্বিতীয়টিতে ছিল বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য এখানে চিনি, ওষুধ, শুকনো ফল-মূল, মাখন, জ্বালানী তেল ইত্যাদির জন্য যে বাজার তার নাম ছিল সেরা-ই-আদল। তৃতীয়টি ঘোড়া, ক্রীতদাস, গবাদি পশুর জন্য বাজার। চতুর্থটি অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য আরও একটি কেন্দ্রীয় বাজার। আলাউদ্দীনের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা ছিল বিভিন্ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা। তিনি খাদ্য বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন। বাজারের নিয়মিত খবরা-খবরের জন্য বারিদ ও মুনহি নামক গুপ্তচর নিয়োগ করেন। বাজারে এরূপ স্থীর মূল্য ছিল যা সেযুগের বিস্ময়কর ঘটনা। [আলাউদ্দীনের মূল্য নির্ধারন করার পর কতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই ব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পরে তার জন্য দেওয়ান-ই-রিয়াসাত নামক একটি দফতর গঠন করা হয়। এখানে সমস্ত বণিকদের নাম নথিভুক্তকরণ করা হয়। তারা দিল্লীতে প্রতিনিয়ত দ্রব্য সরবরাহ করবে এই মর্মে তারা অঙ্গীকার বদ্ধ হয়। সরকারি নিয়ন্ত্রিত মূল্য ছাড়া বেশি মূল্যের পণ্য বিক্রয় করলে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। ওজনে কম দিলে বিক্রেতার শরীর থেকে মাংস কেটে নেওয়ার নিয়ম ছিল। তাছাড়া

গুপ্তচরদের মাধ্যমে বাজারের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখা হত। ~~তার~~

তার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি কেবল দিল্লিতে বলবৎ ছিল নাকি সর্বত্র আরোপিত হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। আধুনিক গবেষক মোরল্যান্ড তারিখ-ই-ফিরোজশাহ গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে বলেন যে এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র দিল্লীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তবে সমসাময়িক লেখক ফেরিস্তা বলেন যে এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র দিল্লী না দিল্লীর বাইরেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। ইরফান হাবিব দেখানোর চেষ্টা করেন এই ব্যবস্থা দিল্লীর বাইরে অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও প্রচলিত ছিল যদিও সতীশচন্দ্র বলেন তথ্যের অভাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়।

আলাউদ্দীনের দ্রব্যমূল্য ব্যবস্থার সফলতা ও ব্যর্থতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আল্লাউদ্দীনের এই বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস সম্পর্কে অনেকে ভূয়সী প্রশংসা করলে এই ব্যবস্থা যে ত্রুটিহীন ছিল তা কেউ অস্বীকার করেন আল্লাউদ্দীনের অর্থনৈতিক পারদর্শিতা দেখে ঐতিহাসিক লেনপুল আলাউদ্দীনকে 'Political Economist' বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত বলা যায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কঠোরতা ও ত্রুটি থাকলেও মৌলিক স্বরূপ হিসেবে এই অর্থনৈতিক সংস্কারকে ~~তা~~ মান্যতা দিতে হয়।